দৈনিক বাংলা

দৈনিক বাংলা

তারিখ 12 DEC 1985
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 1 ...

ঢাকা : সোমবার, ২৩শে অগ্রহায়ণ, ১৩৯২ : ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৮৫

SARC

36

~~87~~

# শান্তি-সমৃদ্ধির অঙ্গীকার

দক্ষিণ এশিয়ার ৯৩ কোটি মানুষের জন্য শান্তি সম্প্রীতি, সহযোগিতা, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার প্রতিশ্রুতিপূর্ণ সুন্দর এক আগামীকালের অঙ্গীকার নিয়ে সার্কের জন্ম হয়েছে। শুরু হয়েছে এর শুভযাত্রা। গত রোববার পর্যন্ত ঢাকার অনুষ্ঠিত সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের দিকে গভীর আগ্রহে এবং বুকভরা আশা নিয়ে তাকিয়ে ছিল এই অঞ্চলের জনগণ। সার্কের কাছে তাদের কামনা কী, প্রত্যাশা কী এবং সার্ক কী ভূমিকা পালন করতে পারে, তার পরিষ্কার প্রতিফলন ঘটেছে শীর্ষ বৈঠকে অংশ গ্রহণকারী ৭টি দেশের নেতৃবৃন্দের কণ্ঠে। ভুটানের রাজা জিগমে সিংগে ওয়াংচুক বলেন এ সম্মেলনে আমরা আঞ্চলিক শান্তি ও সমঝোতার ভিত গড়ব। নেপালের রাজা বীরেন্দ্র বীর বিক্রম আশা প্রকাশ করেন, সার্ক শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানের ভিত্তি সুদৃঢ় করতে পারে। সিংহলের প্রেসিডেন্ট জে আর জয়বর্ধন বলেন দক্ষিণ এশিয়ার কোটি কোটি মানুষের কল্যাণে আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা এবং মানুষের বিকাশকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মামুন আবদুল গাইয়ুমের দৃঢ় বিশ্বাস, সার্ক মৈত্রীর বন্ধন সম্প্রসারণে কাজ করতে পারবে, নিশ্চিত করবে স্থিতিশীলতা। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল মোহাম্মদ জিয়াউল হক বলেছেন, সার্কের মাধ্যমে সংঘাতের ক্ষেত্র তৈরির প্রবণতা রোধ করা যেতে পারে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী বলেন, বিরোধ ও উত্তেজনার বাইরে থাকতে হবে। স্বাগতিক দেশ বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট ও সার্কের প্রথম চেয়ারম্যান জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ প্রত্যয়দৃপ্ত কণ্ঠে বলেছেন : সার্ক এ অঞ্চলের আশার প্রতীক। সার্কের জন্ম ও শুভযাত্রাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান, চীনের প্রধানমন্ত্রী ঝাও ঝিয়াং, জাপানের প্রধানমন্ত্রী নাকাসোনে, অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী আর জে এল হক ও জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল পেরেজ দ্য কুয়েলারসহ আরও অনেক বিশ্বনেতা। সার্ক গঠনের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বই প্রমাণ হয়েছে নেতৃবৃন্দের এসব আশাবাদ ও মন্তব্যে।

সার্ক এর ৭টি সদস্য দেশের জনগণ ও নেতৃবৃন্দের আন্তরিক আগ্রহ ও একান্ত প্রচেষ্টার ফসল। তবে বাংলাদেশ এই আঞ্চলিক সহযোগিতা ধারণা ও আশাকে মূর্ত রূপ দিয়েছে, বিরতিহীন উদ্যোগী প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছে এর ভিত্তি রচনার, এর বাস্তব রূপায়ণের। ১৯৮০ সাল থেকে বাংলাদেশ যে উদ্যোগ শুরু করেছিল, তাই পারস্পরিক শুভেচ্ছা সদিচ্ছা আর সহযোগিতার স্বর্ণ-উষাকে নিয়ে এসেছে এই অঞ্চলে। সকল দ্বিধাসংশয়ের পর্দাকে সরিয়ে জন্ম নিয়েছে সার্ক-দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা। ইইসি, কমেকন ও আসিয়ান ইত্যাদি কল্যাণমুখী সহযোগিতা সংস্থার নামের তালিকায় সার্ক নামটি যুক্ত হল।

সার্কে খুবই বিত্তশালী বা শিল্পোন্নত কোন দেশ নেই। এর ৭টি সদস্যরাষ্ট্রই মাত্রাভেদে দরিদ্র ও উন্নয়নশীল। কিন্তু প্রায় অভিন্ন অর্থনৈতিক অবস্থা ও কামনা-বাসনার অধিকারী এই দেশগুলির রয়েছে একটি মহামূল্যবান সম্পদ। এই সম্পদ হল—দারিদ্র্য মোচন ও শান্তি-স্থিতিশীলতার নিশ্চয়তা বিধানে একযোগে কাজ করার আকাঙ্ক্ষা সংকল্প আর উদ্যোগ। এই অঞ্চলের সব মানুষের মত আমরাও সংশয়শূন্য চিত্তে বিশ্বাস করি—সার্ক দক্ষিণ এশিয়াকে উত্তেজনা, যুদ্ধভয় ও সংঘাত থেকে মুক্ত দেবে, এই অঞ্চলের শান্তি, স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তার গ্যারান্টি হবে এবং মন্ত্রশক্তি হবে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির।

সার্কের সাফল্য ও ঈপ্সিত উদ্দেশ্য অর্জন পারস্পরিক শ্রদ্ধা, আস্থা, সমঝোতা ও সমতাবোধের উপর নির্ভরশীল। প্রতিটি সদস্য দেশকে অন্যের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে, একই পথের পথিক ও সমঅংশীদার ভাবতে হবে এবং প্রস্তুত থাকতে হবে অন্যদের সর্বোপায়ে সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্যে। আনন্দের ব্যাপার, সার্ক সনদ ও নীতিমালায় এই সব আচরণবিধি গৃহীত হয়েছে।

সার্ক সফল হোক, এই অঞ্চলের জনসাধারণের জন্য সুখী সুন্দর এক আগামীকাল রচনায় সুফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করুক এবং বিশ্বশান্তি, সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তা [illegible] সার্ক বহু অবদান রাখুক, সার্ক হোক শান্তি-সমৃদ্ধির সংস্থা—এই আমাদের কামনা।